গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা, ২০২২

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Scanned with CamScanner

যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা, ২০২২

ভূমিকা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গড়ার সূচনালগ্নেই যুবদের কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যুবদের আত্মনির্ভরশীল, দায়িত্ববান, সুসংগঠিত, প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনমুখী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বলেছিলেন-

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।"

সরকার যুবদের উন্নয়নে বিস্তারিত পদক্ষেপ গ্রহণসহ জাতীয় যুবনীতি-২০১৭ প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি আধুনিক ও দক্ষ শ্রমশক্তির মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-২০৩০), সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রুপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশের তরুণদের সক্ষম করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। জনমিতিক সুবিধাকে কাজে লাগানোর জন্য দক্ষকর্মীর চাহিদার ধরন বিবেচনায় রেখে বিশেষ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সরকার নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে যুবদের শোভন কর্মসংস্থান (ডিসেন্ট ওয়ার্ক) এর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি তরুণদের মধ্যে একটি বড় অংশ উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছে। দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগে আগ্রহী সম্ভাবনাময় যুবদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারণা প্রদান এবং প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন ও মূলধনের সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবদের দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা আজ অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত।

Scanned with CamScanner

দেশের উদ্যোক্তাদের উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন "তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি"। অন্যের অধীনে চাকুরির চিন্তা বাদ দিয়ে উদ্যোক্তা হবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন "নিজে কাজ করবো, আরও দশ জনকে চাকুরি দেবো, নিজে উদ্যোক্তা হবো, নিজেই বস হবো; এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে, আমিই আমার বস হবো, আমি কাজ দিব, আমার মধ্যে সেই শক্তিটা আছে, সেই শক্তিটা আমি কাজে লাগাবো"।

বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশে ব্যাপক হারে শিল্প কলকারখানা গড়ে না উঠায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২২ লক্ষ যুব শ্রম বাজারে প্রবেশ করছে অথচ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১২ লক্ষ যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হলে কর্মসংস্থানের নবতর ক্ষেত্র সূচিত হবে। তরুণ, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযোগী করে গড়ে তুলতে না পারলে জনমিতির কাঙ্খিত সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো।

একটি যুগোপযোগি কৌশল অনুসরণ করে শিক্ষা ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণে যথোপযুক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠিকে উদ্যোক্তায় পরিণত করা সম্ভব। দেশের সকল জেলায় অবস্থানরত যুবক ও যুব-নারীদের চাহিদামত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উদ্যোক্তায় পরিণত করা হলে দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি পরিসরে পণ্য উৎপাদন ও আয় সঞ্চারণের কর্মবলয় সৃষ্টি হবে, যা যুবদের নগরমুখী প্রবণতা রোধকল্পে ব্যাপক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি গ্রামীন অর্থনীতি প্রসারে সহায়তা করবে।

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশব্যাপী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে স্থাপিত শিল্প কল-কারখানায় ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে যুব উদ্যোক্তাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে পারেন, যা নিঃসন্দেহে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। এ প্রেক্ষাপটে যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিতকরণ, তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের বিষয়ে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

০২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে:**

২.১ সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;

২.২ বাংলাদেশের জাতীয় যুবনীতি-২০১৭-এর আলোকে এদেশের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ০৫ কোটির অধিক যুব'র জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করা;

২.৩ যুবদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে যুবসমাজের দারিদ্র্য নিরসন করা এবং যুবদের আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৪ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুব উদ্যোক্তাদের অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা এবং সমাজের অনগ্রসর অংশকে এগিয়ে নিতে যুব উদ্যোক্তাদের সৃজনশীল ও জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা;

২.৫ উদ্যোক্তাদের মধ্যে মানবিক, উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যমে সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করা;

২.৬ যুব সমাজের সৃজনশীল মেধার অন্বেষণপূর্বক যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে যুবসমাজের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;

২.৭ প্রতিবন্ধী, অসহায় বেকার যুবদের আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অন্বেষণ, তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

২.৮ যুব উদ্যোক্তাদেরকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদানুযায়ী কর্মসংস্থানবান্ধব এবং তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

২.৯ বিজ্ঞানমনস্ক জাতিগঠনের লক্ষ্যে যুব উদ্যোক্তাদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে উৎসাহিত করাসহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কার্যকলাপ হতে বিরত রাখা;

২.১০ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যুবদের নগরমুখী প্রবণতা রোধ করা;

২.১১ চাহিদাভিত্তিক পণ্য উৎপাদন করা এবং সাপ্লাই চেইনভিত্তিক তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করা;

২.১২ উদ্যোক্তা তৈরির পথে সমস্যাসমূহ নিরসন করা এবং সফল আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

Scanned with CamScanner

০৩. বাস্তবায়ন কৌশল:

যুব উদ্যোক্তা তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

৩.১ **আওতা নির্ধারণঃ** যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিতকরণের জন্য ডাটাবেজ তৈরী করা হবে। এতে যুব উদ্যোক্তা হিসেবে যারা অন্তর্ভুক্ত হবেন-

(১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে যে কোনো ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং আত্মকর্মী হয়েছেন এমন যুব;

(২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতিত অন্যান্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মী হয়েছেন এমন যুব;

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বিহীন উদ্যোক্তা যারা স্ব-উদ্যোগে উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে আত্মকর্মী হয়েছেন।

৩.২ **যুব উদ্যোক্তা গবেষণা কেন্দ্র:** এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ কেন্দ্রের আওতায় দেশের সকল ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুসন্ধান, সকল বয়সী উদ্যোক্তাদের মাঝে সমন্বয় সাধন, বিদেশী উদ্যোক্তাদের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা এবং এর দেশীয় প্রতিফলন, উদ্যোক্তাদের সুবিধা, অসুবিধা, নানামুখী চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিরন্তর গবেষণা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা হবে।

৩.৩ **উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন:** এ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মাঠ প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে প্রতি বছর উপজেলা/জেলা পর্যায়ে উদ্যোক্তা মেলা আয়োজন করবে। এছাড়াও যুব উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে যুব শপ প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা আয়োজন করা হবে এবং এসকল মেলায় যুব উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৪ **বাজার অনুসন্ধান:** এ মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরন্তরভাবে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় বাজার অন্বেষণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের বাজার অনুসন্ধান করবে। বাজার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

Scanned with CamScanner

৩.৫ উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা:

(ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহজশর্তে এবং স্বল্পসুদে ঋণ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা হবে। উদ্যোক্তাদের ঋণ সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে।

(খ) যুবদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য Startup Capital জোগাড়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) যুব উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনর্ভরণ তহবিল (Refinancing Scheme) হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ **কর রেয়াত বা অব্যাহতি:** উদ্যোক্তাদের পণ্য বা সেবা উৎপাদনের কাঁচামাল বা অন্য কোন পণ্য আমদানির প্রয়োজন হলে তার কর, শুল্ক অব্যাহতির উদ্যোগ নেওয়া হবে। উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও অনুরূপ সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের ট্যাক্স ও ভ্যাট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩.৭ **প্রশিক্ষণ ও বুট ক্যাম্পিং:** আগ্রহী সম্ভাবনাময় যুবদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারণা প্রদান এবং প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন ও মূলধনের সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও জেলাভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য বুটক্যাম্পিং করে তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

৩.৮ **উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়ন:** আগ্রহী যুবদের উদ্যোক্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে তাদের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৩.৯ **বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন:** সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যমান গবেষণা ও কারিকুলামে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপন করা হবে।

Scanned with CamScanner

৩.১০ **ডিজিটাল প্লাটফর্ম এবং নেটওয়ার্ক:** প্রচলিত প্রযুক্তি এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে সারাদেশের উদ্যোক্তাদের একটি প্লাটফর্মে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্লাটফর্মে বিদেশি উদ্যোক্তা, পেশাজীবী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১১ **উদ্বুদ্ধকরণ:** উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মেলা, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালায় সফল উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সফল উদ্যোক্তাদের অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদেরকে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.১২ **নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি:**

(ক) এ নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে স্টিয়ারিং কমিটি এবং মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে;

(খ) জেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক সমন্বয় কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) উপজেলা পর্যায়ে যুব উদ্যোক্তা সৃজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা যুব উদ্যোক্তা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সমন্বয় কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৩.১৩ **মনিটরিং ও তদারকী:** যুব উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয় থেকে নিয়মিত তদারকী এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে মনিটরিং এর জন্য রিপোর্টিং ব্যবস্থা থাকবে।

৩.১৪ **অন্যান্য সুবিধাদি:** যুব উদ্যোক্তাদের প্রাইমারি ট্রেড লাইসেন্স পেতে সহায়তা প্রদান করা হবে এবং কমার্সিয়াল স্পেস এর ব্যবস্থা রাখা হবে।

Scanned with CamScanner

০৪. **উদ্যোক্তার স্বীকৃতি:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অথবা যেকোন প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা হতে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক/উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে যে সকল যুবক/যুবনারী নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পূর্ণ করে কোন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক তা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে উন্নীত করতে পারবেন, তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে:

(ক) ট্রেড লাইসেন্স;
(খ) টিআইএন;
(গ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন;
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড স্থাপন;
(ঙ) ন্যূনতম ০২ জন কর্মী;
(চ) একাউন্টস কিপিং ও ব্যালেন্সশীট; এবং
(ছ) মাসিক গড় প্রাপ্তি ন্যূনতম ৪০,০০০/- টাকা।

০৫. **বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ এবং পরিবীক্ষণ:**

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রত্যক্ষভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে এবং এ বিষয়ে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। এ নীতিমালায় কোন বিষয় সংযোজন/বিয়োজন/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে, তা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

স্বাক্ষরিত
২৮/০৪/২০২২ খ্রি.
মেজবাহ উদ্দিন
সচিব

প্রকাশের তারিখ: ২৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি.।

Scanned with CamScanner